ইউনিট ৫
ই-মেইল

অধিবেশন-১ : ই-মেইল ঠিকানা ও পাসওয়ার্ড

অধিবেশন-২ : ইন্টারনেট সংযোগ এবং ব্রাউজার সফটওয়ার ব্যবহার

অধিবেশন-৩ : ই-মেইল প্রেরণ, গ্রহণ এবং ফাইল সংযোজনী

অধিবেশন-৪ : ই-মেইল-এ এড্রেস বুক ব্যবহার

ইউনিট ৫ **অধিবেশন ১**

ই-মেইল ঠিকানা ও পাসওয়ার্ড

ভূমিকা

শিক্ষার্থী ! ই-মেইল হলো ইন্টারনেট ভিত্তিক একটি সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থা যার মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোন স্থানে দ্রুত গতিতে তথ্য পাঠানো যায়। এজন্য ব্যবহারকারীকে সর্বপ্রথম ইন্টারনেটে সংযোগ স্থাপন করতে হয়। অন-লাইন এ সংযোগের জন্য কম্পিউটার ও টেলিফোন লাইনের মাঝে মডেম (Modem) ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সার্ভার কম্পিউটারে রক্ষিত প্রতিটি ওয়েব সাইটের একটি সতন্ত্র নাম বা এ্যাড্রেস থাকে যাকে ওয়েব এ্যাড্রেস বলা হয়। ই-মেইল পাঠানোর জন্য প্রাপকের নাম বা পরিচিতিমূলক অন্য কোন শব্দ সম্বলিত ঠিকানাকে ই-মেইল এ্যাড্রেস বলা হয়। আলোচ্য অধিবেশনে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি -

- ই-মেইল পরিচিতিসহ ই-মেইল ঠিকানা এবং পাসওয়ার্ড সম্পর্কে বলতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক : ই-মেইল ঠিকানা এবং পাসওয়ার্ড

ইলেকট্রনিক মেইল (সংক্ষেপে, ই-মেইল) হল ইন্টারনেট ভিত্তিক একটি সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় একজন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর চিঠি (মেইল), ডকুমেন্ট বা অন্য যে কোন প্রকার তথ্য পৃথিবীর যে কোন স্থানে অবস্থিত অপর এক বা একাধিক ইন্টারনেট ব্যবহারকারীকে তড়িৎ গতিতে পাঠানো যায়। ১৯৭১ সালে প্রকৌশলী Ray Tomlinson সর্বপ্রথম ইন্টারনেটের মাধ্যমে অন্য কম্পিউটারে ইমেইল পাঠাতে সক্ষম হন। এক্ষেত্রে তিনি প্রাপকের ঠিকানায় @ চিহ্নটি ব্যবহার করেন। সকল ই-মেইলসমূহ মেইল সার্ভারে জমা হয়। ব্যবহারকারী মেইল

সার্ভারে Log on করে মেইলসমূহ সংগ্রহ করেন।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন আমরা নিচের ছকটি পূরণ করি-

১. কত সালে সর্বপ্রথম ইন্টারনেটের মাধ্যমে অন্য কম্পিউটারে ইমেইল পাঠানো হয়?	---------- সালে।
২. ই-মেইল ঠিকানায় কোন বিশেষ চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়?	! # @ $ % *
৩. কোথায় ই-মেইলসমূহ জমা থাকে?	
৪. মেইল সংগ্রহের জন্য ব্যবহারকারীকে কি করতে হয়?	
৫. নিচের সঠিক ই-মেইল ঠিকানাগুলো চিহ্নিত করুন।	• azam.edu.bd • nazmul.bou@bou.com • nazmul@bou.com • @karim.com • sazzad.hossain@email.com • afzal.com@zakir.net • xyz@net

ইউনিট ৫ **অধিবেশন ১**

মূল শিখনীয় বিষয়

ই-মেইল ঠিকানা ও পাসওয়ার্ড

ই-মেইল কী ?

ইলেকট্রনিক মেইল (সংক্ষেপে, ই-মেইল) হল ইন্টারনেট ভিত্তিক একটি সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় একজন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর চিঠি (মেইল), ডকুমেন্ট বা অন্য যে কোন প্রকার তথ্য পৃথিবীর যে কোন স্থানে অবস্থিত অপর এক বা একাধিক ইন্টারনেট ব্যবহারকারীকে তড়িৎ গতিতে পাঠানো যায়। লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে সীমিত স্থানের মধ্যে এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্বের যেকোন স্থানে ই-মেইল পাঠানো যায়।

ই-মেইল এ্যাড্রেস ও পাসওয়ার্ড পরিচিত

ই-মেইল পাঠানোর জন্য প্রাপকের নাম বা পরিচিতিমূলক অন্য কোন শব্দ সম্বলিত ঠিকানাকে ই-মেইল এ্যাড্রেস বলা হয়। এরূপ কতগুলো ই-মেইল এ্যাড্রেস হলোঃ xyz@yahoo.com, abc@gmail.com ইত্যাদি। ই-মেইল এ্যাড্রেসের প্রত্যেকটি অক্ষর ইংরেজি ছোট হাতের হয় এবং এতে প্রধানত তিনটি অংশ থাকে। প্রথম অংশ প্রাপকের নিজ নাম বা প্রতিষ্ঠান বা তার সংক্ষিপ্ত রূপ, দ্বিতীয় অংশ ডোমেইন বা ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদানকারী সার্ভার কম্পিউটারের নাম নির্দেশ করে। প্রথম অংশ এবং দ্বিতীয় অংশের মধ্যে @ (এ্যটদিরেট) এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের মধ্যে ডট (.) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় ডোমেইন নেম-এ দুটি অংশ দেখা যায়। ডট এর পর শেষ অংশটিকে টপ লেভেল ডোমেইন বলা হয়। এটি দেখে সহজেই বুঝা যায় প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের বা কোন দেশের।

মূল্যায়নঃ

১। ই-মেইল কী ?

২। ই-মেইল ঠিকানা ও পাসওয়ার্ড বর্ণনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

১। ১৯৭১

২। @

৩। মেইল সার্ভার

৪। মেইল সার্ভার log on

ইউনিট ৫ **অধিবেশন ২**

ইন্টারনেট সংযোগ এবং ব্রাউজার সফটওয়্যার ব্যবহার

ভূমিকা

শিক্ষার্থী ! ই-মেইল হলো ইন্টারনেট ভিত্তিক একটি সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থা যার মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোন স্থানে দ্রুত গতিতে তথ্য পাঠানো যায়। এজন্য ব্যবহারকারীকে সর্বপ্রথম ইন্টারনেটে সংযোগ স্থাপন করতে হয়। অন-লাইন এ সংযোগের জন্য কম্পিউটার ও টেলিফোন লাইনের মাঝে মডেম (Modem) ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। অতঃপর ব্রাউজার সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে ওয়েব পেজ খোলা হয়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সার্ভার কম্পিউটারে রক্ষিত প্রতিটি ওয়েব সাইটের একটি সতন্ত্র নাম বা এ্যাড্রেস থাকে যাকে ওয়েব এ্যাড্রেস বলা হয়। ইন্টারনেট তথা ওয়েবে ব্যবহারকারী যে কোন তথ্য যেমনঃ লেখা, অডিও, ভিডিও, স্থির ছবি, এনিমেশন সংরক্ষণ করতে পারেন। এছাড়া ওয়েব সাইট এ ফ্রি ই-মেইল একাউন্ট খোলা এবং ই-মেইল ব্যবহার করা যায়। ই-মেইল পাঠানোর জন্য প্রাপকের নাম বা পরিচিতিমূলক অন্য কোন শব্দ সম্বলিত ঠিকানাকে ই-মেইল এ্যড্রেস বলা হয়। ইমেইলের একটি বড় সুবিধা হলো এটাসমেন্ট আকারে ই-মেইলের সাথে ডকুমেন্ট বা অন্য কোন টাইপের ফাইল আদান প্রদান করা যায়।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি -

- ইন্টারনেট সংযোগ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্রাউজার সফটওয়্যার সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ওয়েব পেজ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ ইন্টারনেট সংযোগ পদ্ধতি

শিক্ষার্থী ! ইন্টারনেট হতে তথ্য আহরণ এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগের জন্য ব্যবহারকারী কম্পিউটারের সাথে সার্ভার কম্পিউটারের সংযোগ স্থাপন করাকে ইন্টারনেট সংযোগ করা বুঝায়। ইন্টারনেটে সংযোগ পদ্ধতি দু প্রকারের হতে পারে, যথা, অন-লাইন (On-line) সংযোগ এবং অফ-লাইন (Off-line) সংযোগ।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন আমরা নিচের প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর নির্বাচন করি :

১. ইন্টারনেট এর মাধ্যমে কি আহরণ করি?	ক) কম্পিউটার খ) নেটওয়ার্ক গ) তথ্য ঘ) প্রোটোকল
২. ইন্টারনেটে সংযোগ পদ্ধতি কত প্রকার?	ক) ২ প্রকার খ) ৩ প্রকার গ) ৪ প্রকার ঘ) ৫ প্রকার

পর্ব-খ : ব্রাউজার সফটওয়্যার ব্যবহার

শিক্ষার্থী! ইন্টারনেট হতে তথ্য আহরণ এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগের জন্য ব্যবহারকারী কম্পিউটারের সাথে সার্ভার কম্পিউটারের সংযোগ স্থাপন করাকে ইন্টারনেট সংযোগ করা বুঝায়। ইন্টারনেটে সংযোগ পদ্ধতি দু প্রকারের হতে পারে; যথা– অন-লাইন (On-line) সংযোগ এবং অফ-লাইন (Off-line) সংযোগ।

ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপনের পর ব্রাউজার সফটওয়্যার ব্যবহার করে ইন্টারনেট হতে তথ্য আহরণ করতে হয়। ব্রাউজার সফটওয়্যার মূলত ওয়েব সাইট হতে ওয়েব পেজসমূহ ডাউনলোড করে যাতে শব্দ, ছবি, চলমান ছবি, গান ইত্যাদি থাকে। এক্ষেত্রে ব্রাউজার সফটওয়্যার HTTP প্রোটোকল ব্যবহার করে ওয়েব সার্ভারের সাথে সংযোগ স্থাপন করে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন আমরা নিচের প্রশ্নের সঠিক উত্তর নির্বাচন করি ঃ

১. ব্রাউজার সফটওয়্যার HTTP প্রোটোকল ব্যবহার করে কার সাথে সংযোগ স্থাপন করে?	ক) মেইল সার্ভার খ) প্রিন্ট সার্ভার গ) হার্ডডিস্ক ঘ) ওয়েব সার্ভার

পর্ব-গ ঃ ওয়েব পেজ

শিক্ষার্থী! ওয়েব পেজ (Web Page) হলো এক ধরনের টেক্সট ভিত্তিক ডকুমেন্ট পেজ যাতে সাধারণ টেক্সট-এর পাশাপাশি বিভিন্ন রঙ ও স্টাইলের ফন্ট, বিভিন্ন ধরনের বাটন, টেবিল, চার্ট, স্থির ও সচল চিত্র, শব্দ ইত্যাদি উপস্থাপন করা যায়। ওয়েব পেজ হলো ওয়াল্ড ওয়াইড ওয়েবের একটি ডকুমেন্ট যাতে লেখা, ছবি, শব্দ এবং ভিডিও অর্ন্তভুক্ত থাকতে পারে। বইয়ের টাইটেল পেজের মতো ওয়েব পেজের প্রথম পেজকে হোম পেজ বলা হয়। এ পেজে সাইটের অন্যান্য পেজের লিংক থাকে। হোম পেজে কোন লিংকে (আন্ডারলাইন করা কোন লেখা অথবা আইকন যাতে মাউস পয়েন্টার নিলে পরিবর্তিত হয়ে যায়) ক্লিক করলে হোম পেজটি অদৃশ্য হয়ে লিংক পেজটি প্রদর্শিত হয়।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন আমরা নিচের প্রশ্নটির সঠিক উত্তর নির্বাচন করিঃ

১. ওয়েব পেজসমূহ কি ধরনের তথ্য থাকে?	ক) শব্দ	খ) ছবি
	গ) গান	ঘ) উপরের সবকটি।

ইউনিট ৫ **অধিবেশন ২**

মূল শিখনীয় বিষয়

ইন্টারনেট সংযোগ এবং ব্রাউজার সফটওয়্যার ব্যবহার

ইন্টারনেটে সংযোগ স্থাপন পদ্ধতি

ইন্টারনেট হতে তথ্য আহরণ এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগের জন্য ব্যবহারকারী কম্পিউটারের সাথে সার্ভার কম্পিউটারের সংযোগ স্থাপন করাকে ইন্টারনেট সংযোগ করা বুঝায়। ইন্টারনেটে সংযোগ পদ্ধতি দু'ধরনের হতে পারে। যথা:

- অন-লাইন (On-line) সংযোগ এবং
- অফ-লাইন (Off-line) সংযোগ।

অন-লাইন সংযোগ ঃ ইন্টারনেটের সাথে সার্বক্ষণিক সংযুক্ত থাকার বিষয়কে অন-লাইন সংযোগ বলা হয়। সাধারণত আইএসপিসহ বড় বড় কোম্পানি এরূপ সংযোগ ব্যবহার করে থাকে। সাধারণত আইএসপিসহ বড় বড় কোম্পানি এরূপ সংযোগ ব্যবহার করে থাকে। এ প্রক্রিয়া অত্যন্ত ব্যয়বহুল বিধায় সাধারণ ব্যবহারকারীর জন্য এটি সুবিধাজনক ব্যবস্থা নয়।

অফ-লাইন সংযোগ ঃ নিকটবর্তী কোন আইএসপি-র সদস্য হয়ে তাদের সার্ভার কম্পিউটার শেয়ার করে ইন্টারনেট ব্যবহার করার বিষয়কে অফ-লাইন সংযোগ বলা হয়। এতে ব্যবহারকারী তার সকল তথ্যাবলি আইএসপি-র সার্ভারে সংযোগ স্থাপন করে প্রেরণ করেন এবং গ্রহণ করেন। সাধারণ ব্যবহারকারীগণ অফ-লাইন ইন্টারনেট এর সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন। অফ-লাইন ব্যবস্থায় ইন্টারনেট সংযোগের জন্য ন্যূনতম মডেমসহ একটি পার্সোনাল কম্পিউটার, টেলিফোন সংযোগ, প্রয়োজনীয় সফ্টওয়্যার এবং আইএসপি কর্তৃক প্রদত্ত একটি ব্যবহারকারী নাম (User Name) ও গোপন শব্দ (Password) জানা দরকার। ইউজার নেম হলো ইন্টারনেটে ব্যবহারকারী কম্পিউটারের নাম এবং পাসওয়ার্ড ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত হওয়ার জন্য ব্যবহৃত একটি গোপন শব্দ।

অফ-লাইন ব্যবস্থায় ইন্টারনেট সংযুক্ত হওয়ার জন্য প্রথমে টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর কম্পিউটারকে আইপিএস-এর সার্ভার কম্পিউটারের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হয়। এ পর্যায়ে ব্যবহারকারীকে তার কম্পিউটারের নাম এবং একটি গোপন শব্দ সরবরাহ করতে হয়। সার্ভারে রক্ষিত ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডের সাথে ব্যবহাকারী প্রদত্ত ইউজার নেম এবং

পাসওয়ার্ড মিলে গেলে ইন্টারনেট ব্যবহার করার অনুমতি মিলে।

অফলাইন সংযোগ পদ্ধতি

অফ-লাইন ব্যবস্থায় ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপনের পদ্ধতিকে লগ-ইন বলা হয়। এজন্য লগ-ইন বা কানেক্ট টু উইন্ডো ব্যবহৃত হয়। এটি তৈরি এবং কনফিগার করার জন্য প্রয়োজনে অভিজ্ঞজনের সাহায্য নিতে হয়। সংযোগ স্থাপনের জন্য লগ-ইন উইন্ডোর User Name বক্সে ব্যবহারকারীর নাম, Password বক্সে পাসওয়ার্ড বা গোপন শব্দ এবং Phone Number বক্সে আইপিএস-র ফোন নম্বর লিখে Dial বা Connect বাটনে ক্লিক করতে হয়। এ পর্যায়ে ব্যবহারকারী প্রদত্ত ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ডের সাথে সার্ভারে রক্ষিত ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড মিলে গেলে ইন্টারনেটের সাথে সংযোগ স্থাপিত হয়। ইন্টারনেটের সাথে সংযোগ স্থাপিত হলে ডেস্কটপের স্ট্যাটাসবারের ডান দিকে আইকন দেখা যায়। আর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে এ আইকনের উপর লাল ক্রস চিহ্ন প্রদর্শিত হয়।

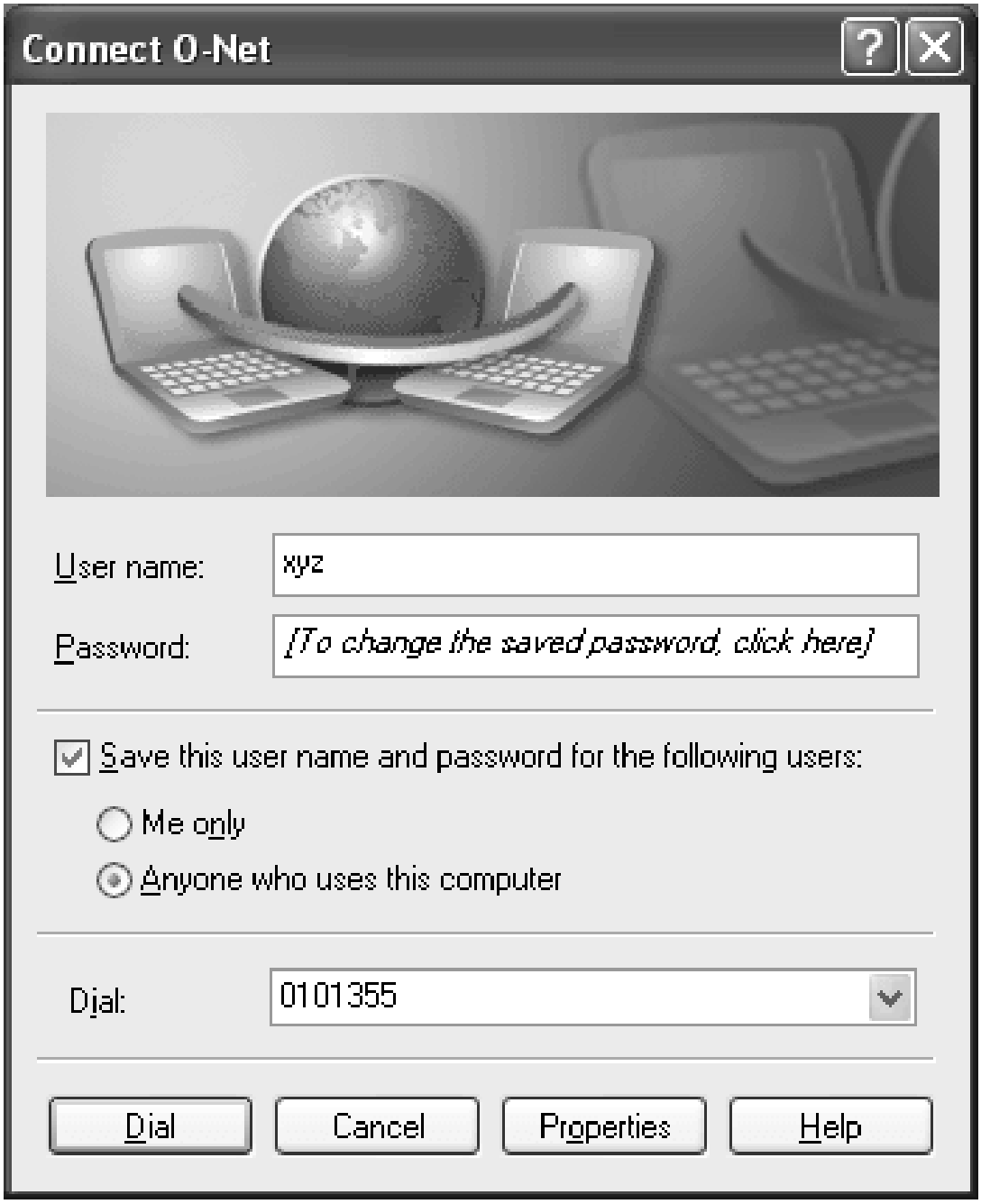

চিত্র ঃ লগ-ইন উইন্ডো।

মডেম (Modem)

অফ-লাইন ইন্টারেনেটে সংযোগ পদ্ধতিতে কম্পিউটার ও টেলিফোন লাইনের মাঝে মডেম (Modem) ব্যবহার করে দূরবর্তী নেটওয়ার্ক তথা ইন্টারনেটের সাথে সংযোগ স্থাপন করা হয়। মডেম একটি ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র সংযোগ স্থাপন এবং ডিজিটাল-এনালগ-ডিজিটাল আকারে ডেটা রূপান্তর করে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে লেনদেন করে থাকে। কম্পিউটার ও টেলিফোন লাইনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে তথ্যের আদান-প্রদানে সহায়তা করার জন্য মডেম ব্যবহৃত হয়। একটি মডেম ইন্টারনেট থেকে প্রতি সেকেন্ডে সর্বোচ্চ কত বিট পরিমাণ তথ্য ডাউনলোড করতে পারে তা দ্বারা এর গতি পরিমাণ করা হয়। একে KBPS (Kilo Bits Per Second) দ্বারা নির্দেশ করা হয়। বাজারে রোবোটিক্স, প্রোলিংক, মটোরোলা প্রভৃতি ব্র্যান্ডের ৫৬, ৯৬, ১২৮ কিলোবিট/সেকেন্ড গতির ইন্টার্নাল ও এক্সটার্নাল মডেম পাওয়া যায়।

বাজারে মোটামুটি পাঁচ'শ টাকায় ইন্টারনাল মডেম এবং পনের'শ টাকায় এক্সটার্নাল মডেম কিনতে পাওয়া যায়। ইন্টার্নাল মডেম অপেক্ষা এক্সটার্নাল মডেমের দাম বেশি হলেও ব্যবহার সুবিধাজনক। তবে ইন্টার্নাল মডেম মাদারবোর্ডের নির্দিষ্ট স্লটে লাগাতে হয় বিধায় এর ব্যবহার অধিকতর নিরাপদ। নিচের চিত্রে ডায়াল-আপ পদ্ধতিতে টেলিফোন লাইনের সাথে কম্পিউটারের সংযোগ স্থাপনে মডেমের ভূমিকা দেখানো হয়েছে।

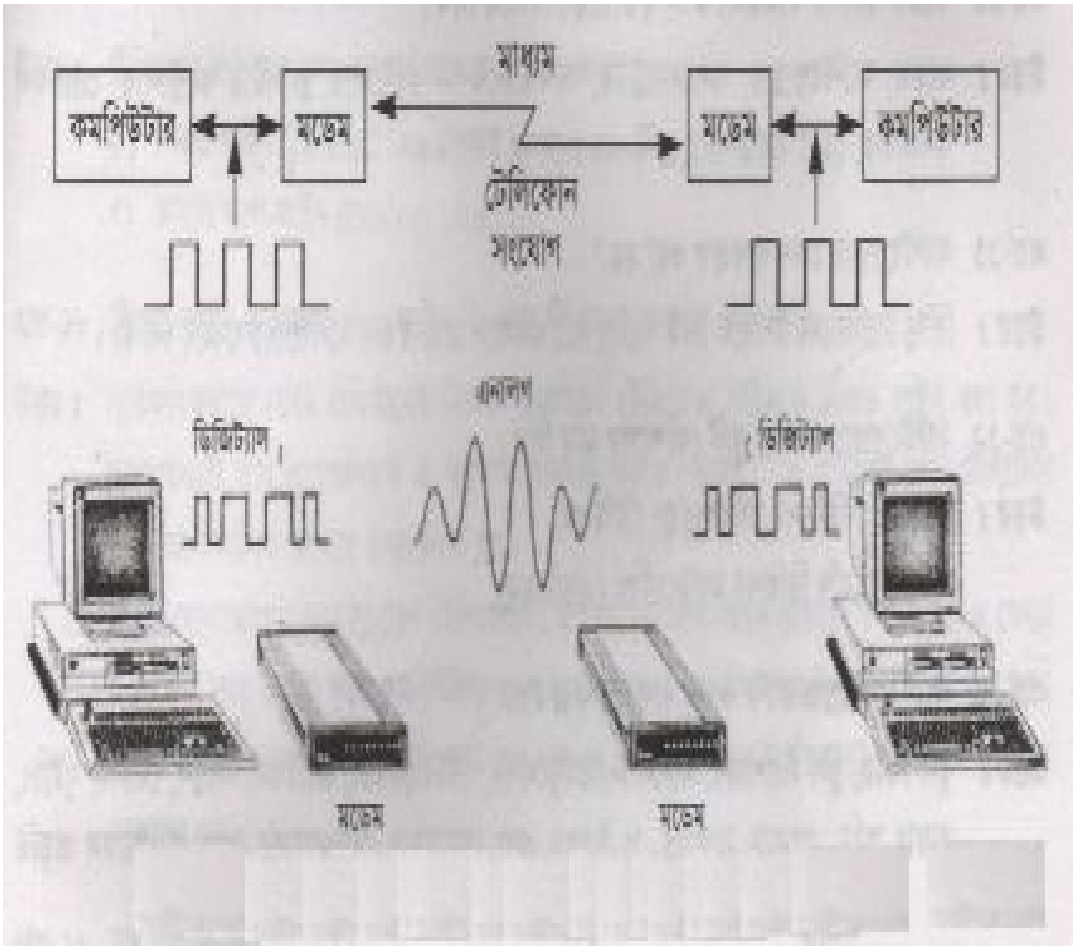

চিত্র ঃ মডেমের মাধ্যমে কম্পিউটার-কম্পিউটার সংযোগ পদ্ধতি।

ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশন

অফ-লাইন ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থার প্রধান অসুবিধা হলো এতে সাধারণ টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান হওয়ায় এটি খুব ধীর গতিসম্পন্ন। এ সমস্যা সমাধানের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অতি সম্প্রতি ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট নামে একটি নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। ব্রডব্যান্ড সিস্টেমে রেডিও লিংক পদ্ধতিতে ডেটা আদান-প্রদান করা হয় বলে এটি অত্যন্ত দ্রুত গতিসম্পন্ন। এ পদ্ধতিতে ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য টেলিফোন সংযোগের প্রয়োজন হয় না। তবে প্রাথমিক সংযোগ খরচ একটু বেশি হলেও ইন্টারনেট ব্যবহারে সময়ের বাধ্যবাধকতা নেই।

কোন কম্পিউটারে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশন থাকলে ডেস্কটপের স্ট্যাটাসবারের ডান দিকে এরূপ একটি আইকন দেখা যায়। My Network Place আইকনে ডাবল ক্লিক করলে প্রাপ্ত My Network Place উইন্ডোতে নেটওয়ার্কে সংযুক্ত একই ওয়ার্কগ্রুপের সকল কম্পিউটারের তালিকা দেখা যায়। যাদ না দেখায় তবে Network Place উইন্ডোর বাম দিকের View

Workgroups Computers অপশনে ক্লিক করতে হয়।

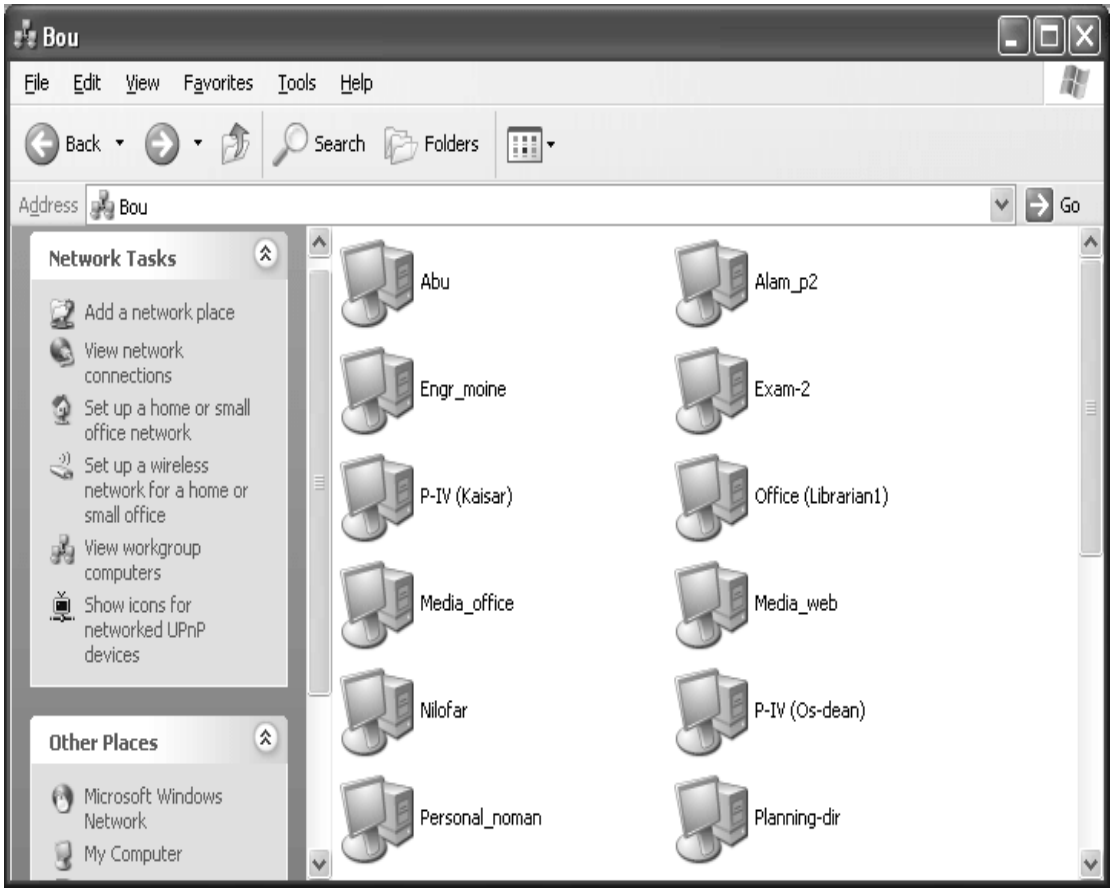

চিত্র ঃ ব্রডব্যান্ড সংযোগে কম্পিউটারসমূহ।

ব্রাউজার সফ্টওয়্যারের ব্যবহার

ব্রাউজার সফ্টওয়্যার বা ওয়েব ব্রাউজার হলো এক বিশেষ ধরনের প্রোগ্রাম যা ওয়েব পেজ প্রদর্শনে ব্যবহৃত হয়। HTML ভিত্তিক ডকুমেন্ট পেজ প্রদর্শনের জন্য ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রথম গ্রাফিক্স ব্রাউজার প্রণীত হয়েছিল ১৯৯২ সালে। মাইক্রোসফ্ট ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ও নেটস্কেপ নেভিগেটর বর্তমানে বহুল প্রচলিত দুটি ওয়েব ব্রাউজার। আরও কয়েকটি ওয়েব ব্রাউজার হলোঃ Arena, Amaya, Opera, UdiWWW ইত্যাদি। উল্লেখ্য, মাইক্রোসফ্ট উইন্ডোজের ৯৫ এবং এর পরবর্তী ভার্সনের অপরেটিং সিস্টেমসমূহে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার বিল্ট-ইন থাকে। কিন্তু নেটস্কেপ নেভিগেটর আলাদাভাবে ইনস্টল করে নিতে হয়। বর্তমানে ব্রাউজার সফ্টওয়্যারগুলোর নতুন নতুন সংস্করণ প্রকাশের ফলে ওয়েব পেইজ নির্মাণ ও ব্রাউজিং সহজতর করে তুলেছে।

ওয়েব পেজ

ওয়েব পেজ (Web Page) হলো এক ধরনের টেক্সট ভিত্তিক ডকুমেন্ট পেজ যাতে সাধারণ টেক্সট-এর পাশাপাশি বিভিন্ন রঙ ও স্টাইলের ফন্ট, বিভিন্ন ধরনের বাটন, টেবিল, চার্ট, স্থির ও সচল চিত্র, শব্দ ইত্যাদি উপস্থাপন করা যায়। ওয়েব পেজ হলো ওয়াল্ড ওয়াইড ওয়েবের একটি ডকুমেন্ট যাতে লেখা, ছবি, শব্দ এবং ভিডিও অর্ন্তভুক্ত থাকতে পারে। বইয়ের টাইটেল পেজের মতো ওয়েব পেজের প্রথম পেজকে হোম পেজ বলা হয়। এ পেজে সাইটের অন্যান্য পেজের লিংক থাকে। হোম পেজে কোন লিংকে (আন্ডারলাইন করা কোন লেখা অথবা আইকন যাতে মাউস পয়েন্টার নিলে পরিবর্তিত হয়ে যায়) ক্লিক করলে হোম পেজটি অদৃশ্য হয়ে লিংক পেজটি প্রদর্শিত হয়।

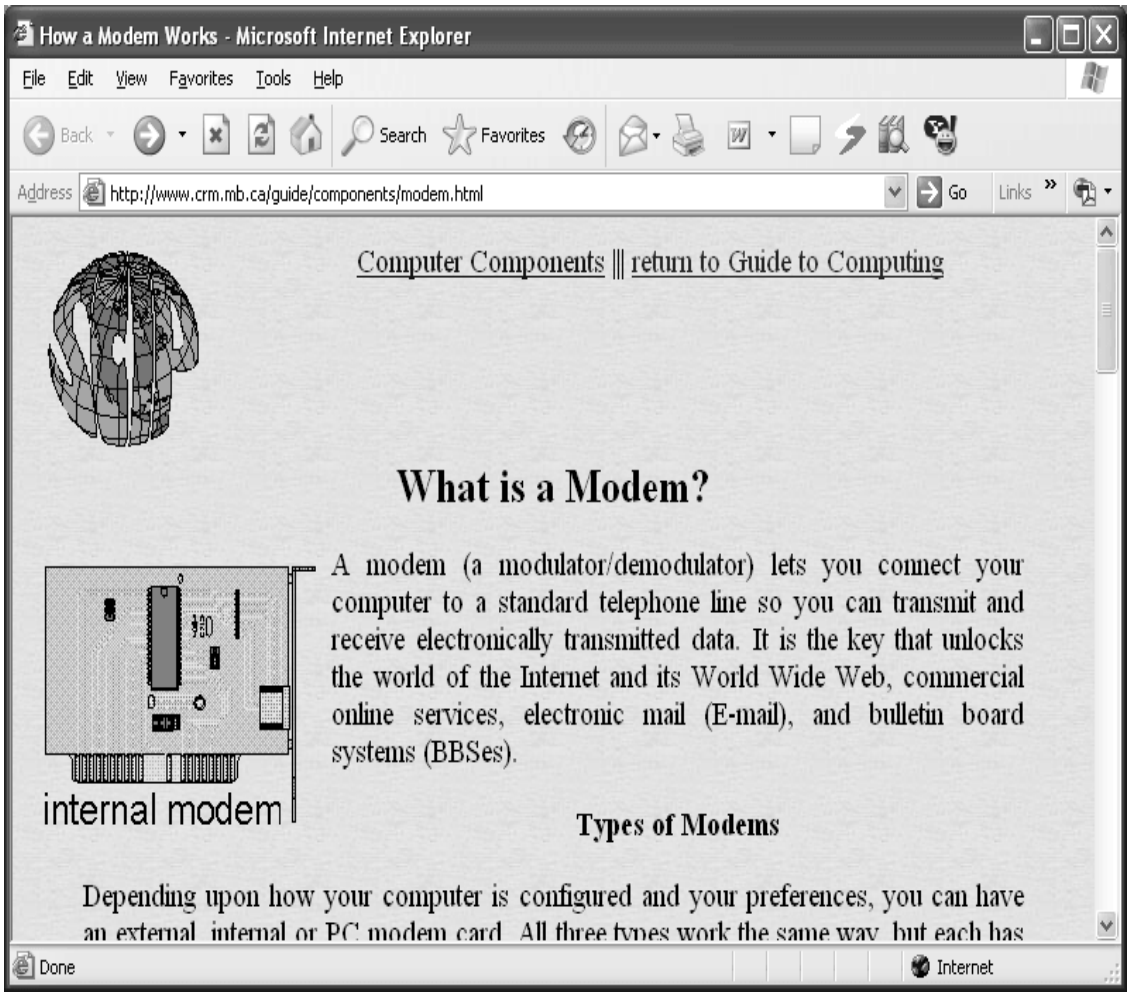

চিত্র ঃ একটি ওয়েব পেজের অংশবিশেষ।

ইন্টারনেট তথা ওয়েবে যে কেউ তার সম্পর্কে কোন তথ্য যেমন ঃ লেখা, অডিও, ভিডিও, স্থির ছবি, এনিমেশন ইত্যাদি নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে ওয়েবপেজে রাখতে পারে। বর্তমানে সারা বিশ্বে বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্যের প্রচারের জন্য ইন্টারনেটে ওয়েব পেজে তাদের পণ্য সম্পর্কিত তথ্য পরিবেশন করছে।

ওয়েব এ্যাড্রেস বা ইউআরএল পরিচিতি

ইন্টারনেটের মাধ্যমে সার্ভার কম্পিউটারে রক্ষিত প্রতিটি ওয়েব সাইটের একটি সতন্ত্র নাম বা এ্যাড্রেস থাকে যাকে ওয়েব এ্যাড্রেস বলা হয়। ইন্টারনেটের পরিভাষায় একে URL (Universal Resource Locator) বলা হয়। প্রতিটি URL এ প্রোটোকল, ওয়েব সার্ভারের নাম, ডিরেক্টরি বা ফোল্ডার (যদি থাকে) এবং html অথবা htm এক্সটেনশনসহ সংশ্লিষ্ট ফাইলের নাম থাকে। নিচে একটি URL -এর বিভিন্ন অংশগুলো দেখানো হযেছে।

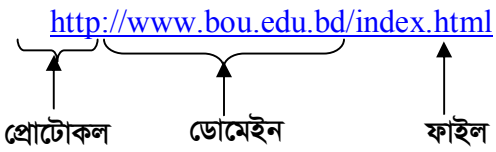

চিত্র ঃ একটি URL বা ওয়েব এ্যাড্রেসের বিভিন্ন অংশ।

এখানে, http:// ইন্টারনেট প্রোটোকল, www.bou.edu.com ডোমেইন বা সার্ভার কম্পিটারের নাম, index.html ফাইল বুঝানো হয়েছে। এরূপ URL-কে গ্লোবাল URL বলা হয়। গ্লোবাল URL বিশিষ্ট কোন ওয়েব পেজ পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ব্রাউজ করা যায়, তবে এজন্য ইন্টারনেট কানেকশন প্রয়োজন হয়।

ডট কম (.com) , ডট নেট (.net), ডট গভ (.gov) বলতে যা বুঝায়

ডট কম (.com) , ডট নেট (.net), ডট গভ (.gov) ইত্যাদি ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানটি কি ধরনের সংস্থা তা বুঝানো হয়; যেমন– বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের জন্য (.com), নেটওয়ার্ক ব্যাকবোন সিস্টেম এ্যন্ড ইনফরমেশন সেন্টারের জন্য (.net), আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য (.int), শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য (.edu), মিলিটারী লোকেশনের জন্য (.mil), সরকারী অফিসের জন্য (.gov) ব্যবহৃত হয়। আবার আমেরিকার বাইরের কোন দেশের

প্রতিষ্ঠানের জন্য শেষে অতিরিক্ত দু ক্যারেক্টার ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ কানাডার জন্য (.ca), জাপানের জন্য (.jp), বাংলাদেশের (.bd) ইত্যাদি।

ওয়েবসাইট

হাইপারলিংক (Hyperlink) নামক বিশেষ ধরনের সংযোগ পদ্ধতির মাধ্যমে এক ওয়েব পেজের সাথে ভিন্ন ওয়েব পেজের সংযোগ স্থাপন করা যায়। এরূপে সংযুক্ত কতগুলো ওয়েব পেজের সমষ্টিকে একটি ওয়েব সাইট (Web Site) বলা হয়। প্রতিটি ওয়েবসাইটের সাথে অন্যান্য আরো ওয়েব সাইট সম্পর্কিত থাকতে পারে। হাইপারলিংকের মাধ্যমেই এক ওয়েবসাইট হতে তথ্যের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপর ওয়েবসাইটে সংযোগ করা সম্ভব। ওয়েব পেজের কোন হাইপারলিংক-এর উপর মাউস ক্লিক করলে তা ওপেন হয়, এজন্য আলাদাভাবে তার ঠিকানা লিখতে হয় না। হাইপারলিংক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ওয়েব পেজে শব্দ, স্থির ও সচল চিত্র এবং এনিমেটেড ছবি ইত্যাদি সংযোগ করে ওয়েব পেজকে আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত করে তোলা যায়।

মূল্যায়নঃ

১। ইন্টারনেট সংযোগ পদ্ধতিসমূহ কী কী? তুলনামূলক আলোচনা করুন।

২। কেন ব্রাউজার সফ্টওয়ার ব্যবহার করে ওয়েব পেইজ ডিজাইন ও ব্রাউজিং সহজ হয়েছে?

সম্ভাব্য উত্তরঃ

১। ওয়েব সার্ভার

২। উপরের সব কয়টি।

ইউনিট ৫ **অধিবেশন ৩**

ই-মেইল প্রেরণ, গ্রহণ এবং ফাইল সংযোজনী

ভূমিকা

শিক্ষার্থী বন্ধুরা! পূর্বের অধিবেশনে আপনারা ই-মেইল সম্বন্ধে বিস্তারিত ধারণালাভ করেছেন। ই-মেইল প্রেরণ, গ্রহণ ও ই-মেইলে তথ্যবহুল ফাইল সংযোগ করার দক্ষতা অর্জন করা যায়। তাই আলোচ্য অধিবেশনে আমরা ই-মেইল প্রেরণ, গ্রহণ ও ফাইল সংযোজন শিখব।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি -

- ই-মেইল প্রোগ্রাম ব্যবহার করে ই-মেইল প্রেরণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ই-মেইল প্রোগ্রাম ব্যবহার করে ই-মেইল গ্রহণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক ঃ ই-মেইল প্রেরণ

ই-মেইল প্রোগ্রাম; যেমন– মাইক্রোসফট আউটলুক এক্সপ্রেস, নেটস্কেপ ম্যাসেঞ্জার, ইউডোরা প্রো ইত্যাদি ব্যবহার করে অথবা ওয়েব মেইল ব্যবহার করে ই-মেইলের তৈরি করে তা প্রাপকের এড্রেস বা ঠিকানায় পাঠাতে হয়। এজন্য সর্বপ্রথম প্রেরককে তার নিজের একাউন্ট-এ Sign In করতে হবে। Sign In করার পর মেসেজ Compose করে তা প্রাপকের এড্রেস-এ Send করতে হয়। এছাড়া প্রাপক তার এড্রেসে প্রেরিত মেইল বা চিঠি-পত্র গ্রহণ করতে পারে। ইমেইলের আরও একটি বড় সুবিধা হলো এটাচমেন্ট আকারে ইমেইলের সাথে ডকুমেন্ট বা অন্য কোন টাইপের ফাইল আদান প্রদান করা যায়। ই-মেইল ব্যবহারকারী কাজ শেষ করে Sign

Out করবেন অর্থাৎ তার ই-মেইল একাউন্টটি বন্ধ করবেন।

১। শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন আমরা ই-মেইল প্রেরণের জন্য আবশ্যক ধাপগুলো লিপিবদ্ধ করিঃ

ক) ই-মেইল প্রোগ্রাম; যেমন– মাইক্রোসফট আউটলুক এক্সপ্রেস অথবা ইউডোরা চালু করি, অতঃপর-

খ)

গ)

ঘ)

ঙ)

২। ই-মেইল একাউন্টে Sign In এবং Sign Out করার ২টি প্রয়োজনীতা লিখ-

ক)

খ)

পর্ব-খঃ ই-মেইল গ্রহণ এবং ফাইল সংযোজনী

অনেক ওয়েব সাইট ফ্রি ই-মেইল একাউন্ট খোলা এবং ই-মেইল ব্যবহার করতে দেয়। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত ওয়েব ব্রাউজারটিই ওয়েবভিত্তিক ই-মেইল পাঠায় এবং গ্রহণ করে। এর জন্য আলাদা করে ই-মেইল প্রোগ্রাম ইন্সটল করতে হয় না। ওয়েবভিত্তিক ই-মেইল ওয়েবে সংযুক্ত বিশ্বের যেকোন কম্পিউটার থেকে ব্যবহার করা যায়। যারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন তাদের জন্যে ওয়েবভিত্তিক ই-মেইল খুবই কার্যকরী। ওয়েবভিত্তিক ই-মেইল এ্যাড্রেস স্থায়ীভাবে থাকে। ব্যবহারকারী যদি তার আইএসপি পরিবর্তন করে নতুন আইএসপি ব্যবহার করেন তবু তার ওয়েবভিত্তিক ই-মেইল এ্যাড্রেসটি অপরিবর্তনীয় থাকে। জনপ্রিয় কয়েকটি ওয়েবভিত্তিক ই-মেইল সার্ভিস হলোঃ www.hotmail.com, www.mail.yahoo.com, www.email.com, www.gmail.com ইত্যাদি।

- কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ দিয়ে ডেস্কটপ থেকে Internet Explorer আইকনে ডাবল ক্লিক করুন। ডেস্কটপে এ আইকন না থাকলে স্টার্ট মেনুর প্রোগ্রামস তালিকা থেকে Internet Explorer চালু করুন।

- Internet Explorer প্রোগ্রাম চালু হলে Alt+D চেপে এর এ্যড্রেস বারে http://mail.yahoo.com/ লিখে এন্টার কী চাপুন।

- কিছুক্ষণের মধ্যে উপরোক্ত উইন্ডো এলে Yahoo! ID বক্সে আপনার ইয়াহু! ই-মেইল আইডি এবং Password বক্সে পাসওয়ার্ড লিখে এন্টার কী চাপুন।

- ই-মেইল আইডি ও পাসওয়ার্ড ঠিক থাকলে অল্পক্ষণের মধ্যেই নিম্নরূপ উইন্ডো প্রদর্শিত হবে। ই-মেইল আইডি কিংবা পাসওয়ার্ড লিখতে ভুল হলে সঠিকভাবে লিখে পুনরায় চেষ্টা করুন।

- ইয়াহু! মেইল একাউন্টের প্রাথমিক উইন্ডোর বাম দিকের Inbox অপশনে আপনার একাউন্টে এসেছে কিন্তু এখনও খুলে দেখেননি এরূপ মোট ই-মেইলের সংখ্যা দেখতে পাওয়া যাবে।

- বামদিকের Inbox অপশনে ক্লিক করুন। ফলে পরবর্তী উইন্ডোতে প্রদর্শিতরূপে ইনবক্সের সকল মেইলের তালিকা প্রদর্শিত হবে। তালিকায় প্রতিটি ইমেইলের প্রেরক এবং বিষয় প্রদর্শিত হবে। এদের মধ্যে যেটি মোটা কালো হরফে লেখা সেটি এখনও পড়া হয়নি বলে বুঝানো হয়েছে।

- আপনার ইনবক্সে আগত যে কোন ই-মেইল খুলতে চাইলে এর সাবজেক্ট অংশের উপর ক্লিক করুন। পলে সেটি পড়ার বা প্রিন্ট করার উপযোগী পরবর্তী উইন্ডো প্রদর্শিত হবে। এরূপ একটি ইইন্ডো নিচে দেখানো হয়েছে।

১। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন আমরা ই-মেইল গ্রহণের জন্য আবশ্যক ধাপগুলো লিপিবদ্ধ করিঃ

ক) ই-মেইল প্রোগ্রাম; যেমন– মাইক্রোসফট আউটলুক এক্সপ্রেস অথবা ইউডোরা চালু করি, অতঃপর-

খ)

গ)

ঘ)

ঙ)

ইউনিট ৫ **অধিবেশন ৩**

মূল শিখনীয় বিষয়

ই-মেইল প্রেরণ, গ্রহণ এবং ফাইল সংযোজনী

ই-মেইল গ্রহণ ও প্রেরণ পদ্ধতি

ই-মেইলের মাধ্যমে তৈরি মেইল (চিঠি) বা ডকুমেন্ট প্রথমে প্রাপকের সার্ভারে পাঠানো হয়। প্রাপক যখন তার কমপিউটার চালু করে ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত হয়ে ই-মেইল চেক কমান্ড দেন তখন সার্ভারে জমা থাকা চিঠি-পত্র বা ডকুমেন্ট তার নিজ কমপিউটারে ডাউনলোড হয়। তবে এজন্য উপযুক্ত সফ্টওয়্যারের প্রয়োজন হয়। জনপ্রিয় ই-মেইল প্রোগ্রাম হলো ঃ মাইক্রোসফট আউটলুক এক্সপ্রেস, নেটস্কেপ ম্যাসেঞ্জার এবং ইউডোরা প্রো ইত্যাদি।

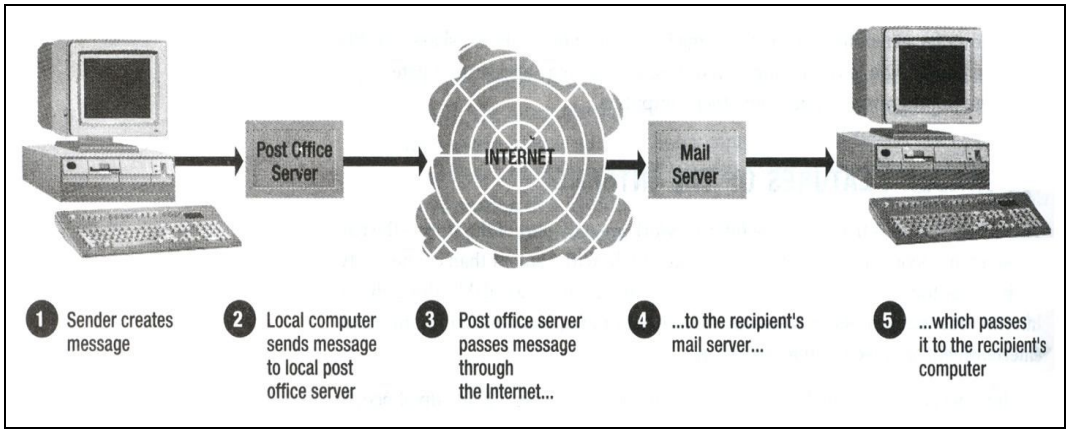

চিত্র ঃ ই-মেইল প্রক্রিয়া।

ই-মেইল গ্রহণ করা ও খোলা

অনেক ওয়েব সাইট ফ্রি ই-মেইল একাউন্ট খোলা এবং ই-মেইল ব্যবহার করতে দেয়। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত ওয়েব ব্রাউজারটিই ওয়েবভিত্তিক ই-মেইল পাঠায় এবং গ্রহণ করে। এর জন্য আলাদা করে ই-মেইল প্রোগ্রাম ইন্সটল করতে হয় না। ওয়েবভিত্তিক ই-মেইল ওয়েবে সংযুক্ত বিশ্বের যেকোন কম্পিউটার থেকে ব্যবহার করা যায়। যারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন তাদের জন্যে ওয়েবভিত্তিক ই-মেইল খুবই কার্যকরী। ওয়েবভিত্তিক ই-মেইল এ্যাড্রেস স্থায়ীভাবে থাকে। ব্যবহারকারী যদি তার আইএসপি পরিবর্তন করে নতুন আইএসপি ব্যবহার করেন তবু তার

ওয়েবভিত্তিক ই-মেইল এ্যাড্রেসটি অপরিবর্তনীয় থাকে। জনপ্রিয় কয়েকটি ওয়েবভিত্তিক ই-মেইল সার্ভিস হলো: www.hotmail.com, www.mail.yahoo.com, www.email.com, www.gmail.com ইত্যাদি। নিচে www.mail.yahoo.com এ ই-মেইল গ্রহণ ও প্রেরণ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

চিত্রঃ http://mail.yahoo.com/ এর প্রাথমিক উইন্ডো।

- কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ দিয়ে ডেস্কটপ থেকে Internet Explorer আইকনে ডাবল ক্লিক করুন। ডেস্কটপে এ আইকন না থাকলে স্টার্ট মেনুর প্রোগ্রামস তালিকা থেকে Internet Explorer চালু করুন।
- Internet Explorer প্রোগ্রাম চালু হলে Alt+D চেপে এর এ্যাড্রেস বারে http://mail.yahoo.com/ লিখে এন্টার কী চাপুন।
- কিছুক্ষণের মধ্যে উপরোক্ত উইন্ডো এলে Yahoo! ID বক্সে আপনার ইয়াহু! ই-মেইল আইডি এবং Password বক্সে পাসওয়ার্ড লিখে এন্টার কী চাপুন।
- ই-মেইল আইডি ও পাসওয়ার্ড ঠিক থাকলে অল্পক্ষণের মধ্যেই নিম্নরূপ উইন্ডো প্রদর্শিত হবে। ই-মেইল আইডি কিংবা পাসওয়ার্ড লিখতে ভুল হলে সঠিকভাবে লিখে পুনরায় চেষ্টা করুন।

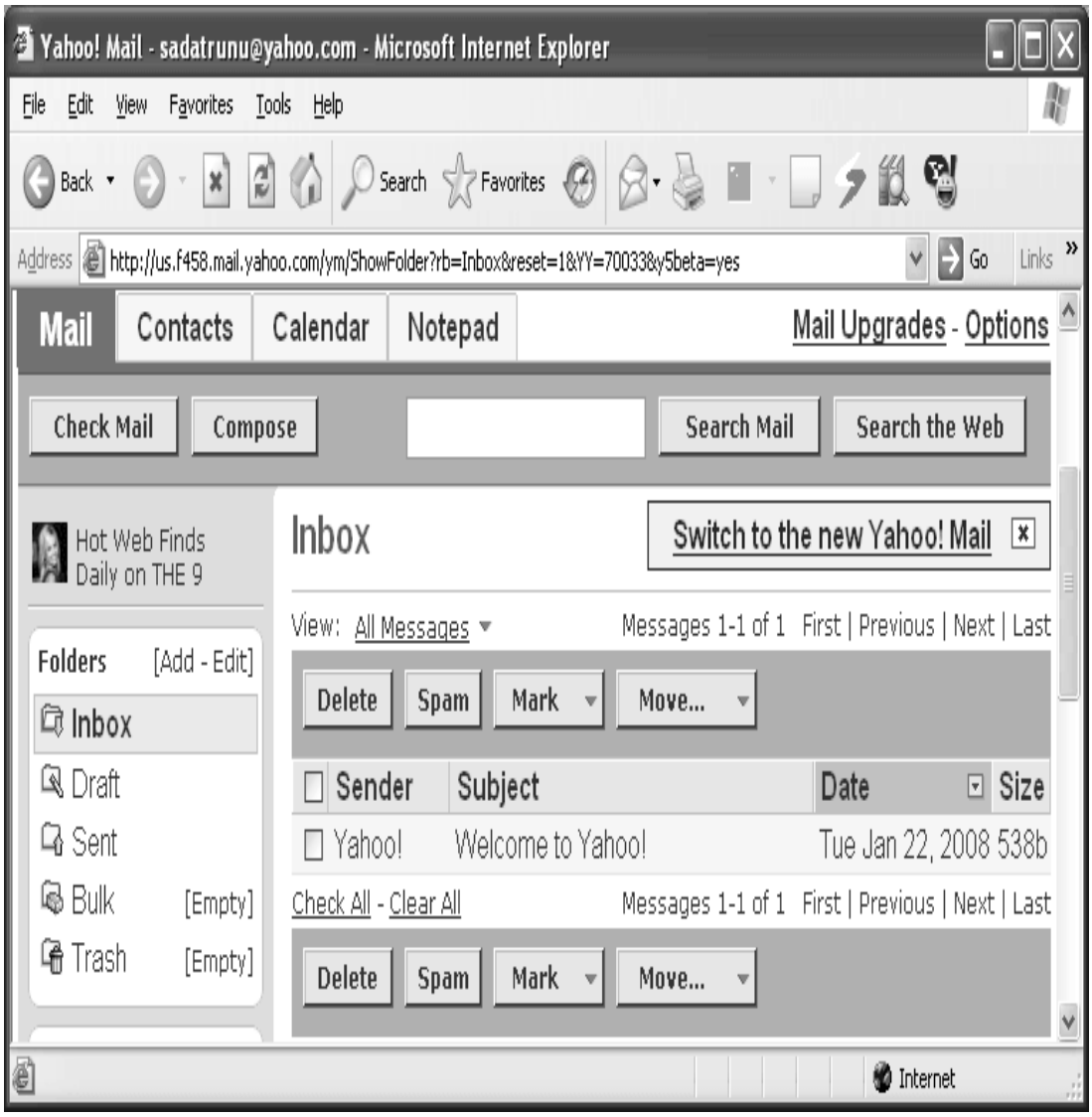

চিত্রঃ ইয়াহু মেইল একউন্টের প্রাথমিক উইন্ডো।

- ইয়াহু! মেইল একাউন্টের প্রাথমিক উইন্ডোর বাম দিকের Inbox অপশনে আপনার একাউন্টে এসেছে কিন্তু এখনও খুলে দেখেননি এরূপ মোট ই-মেইলের সংখ্যা দেখতে পাওয়া যাবে।

- বাম দিকের Inbox অপশনে ক্লিক করুন। ফলে পরবর্তী উইন্ডোতে প্রদর্শিতরূপে ইনবক্সের সকল মেইলের তালিকা প্রদর্শিত হবে। তালিকায় প্রতিটি ই-মেইলের প্রেরক এবং বিষয় প্রদর্শিত হবে। এদের মধ্যে যেটি মোটা কালো হরফে লেখা সেটি এখনও পড়া হয়নি বলে বুঝানো হয়েছে।

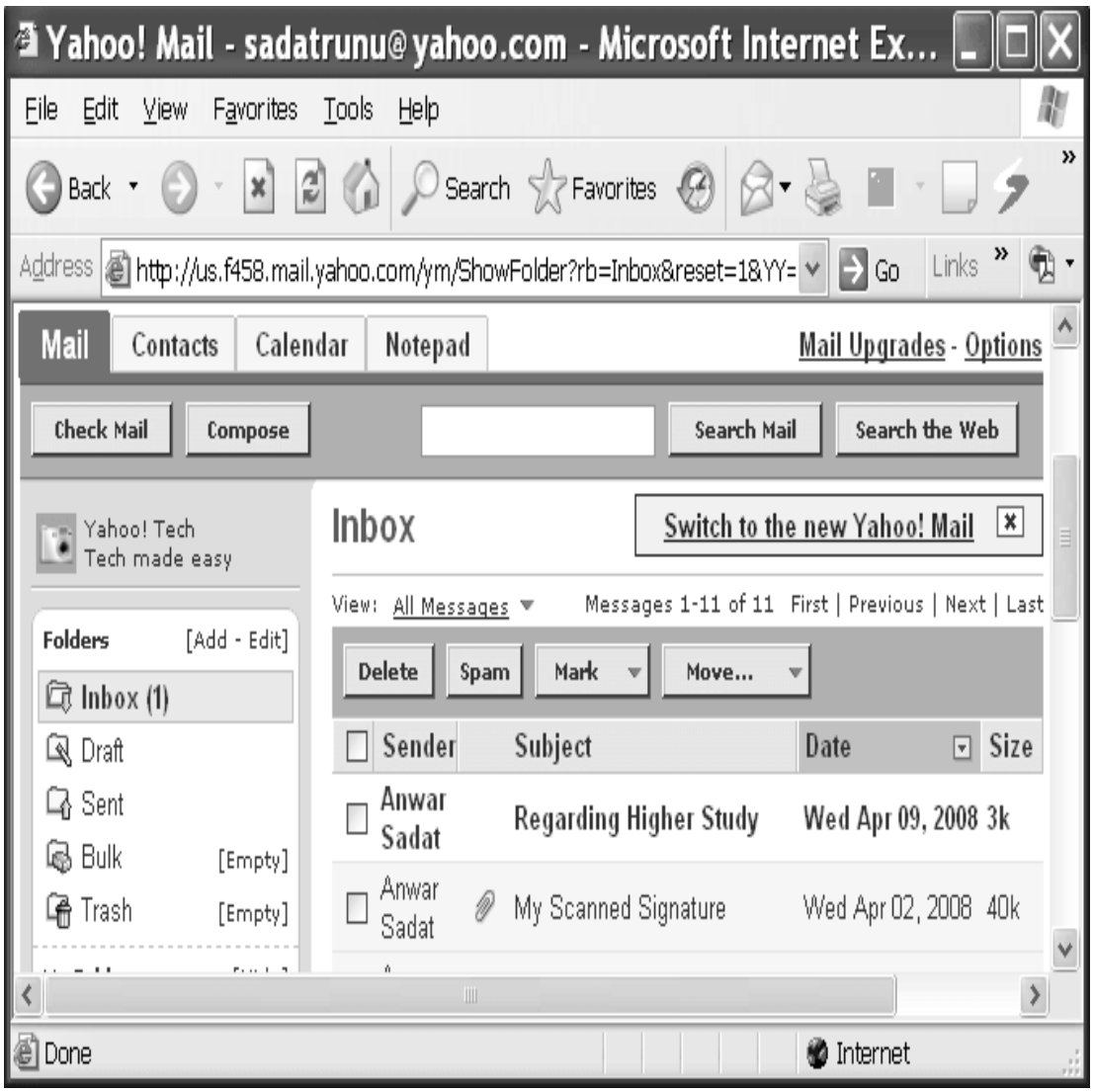

চিত্রঃ ইয়াহু মেইল একউন্টের ইনবক্সে আগত মেইলের তালিকা।

- আপনার ইনবক্সে আগত যে কোন ই-মেইল খুলতে চাইলে এর সাবজেক্ট অংশের উপর ক্লিক করুন। ফলে সেটি পড়ার বা প্রিন্ট করার উপযোগী পরবর্তী উইন্ডো প্রদর্শিত হবে। এরূপ একটি উইন্ডো নিচে দেখানো হয়েছে।

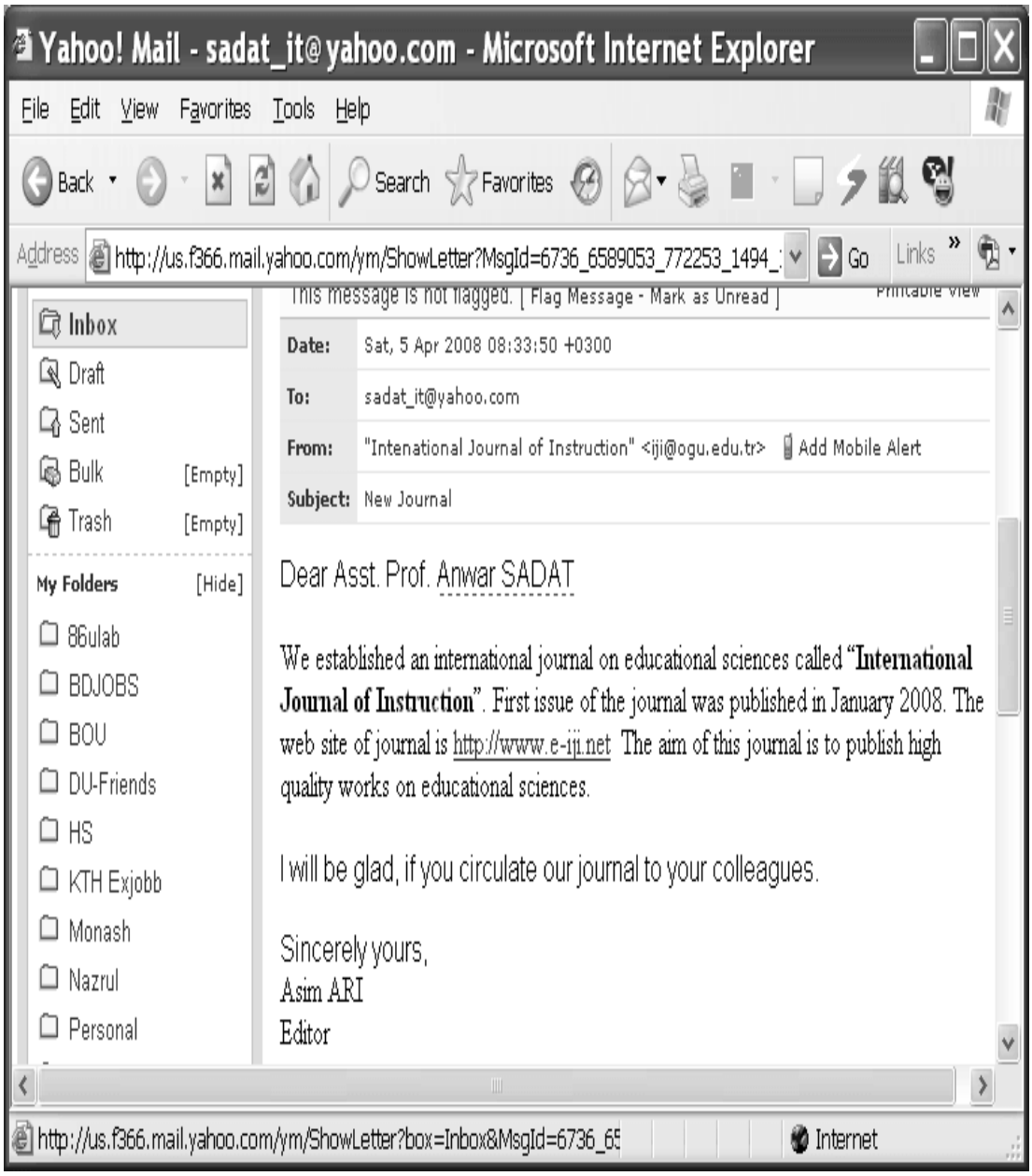

চিত্র ঃ পড়ার জন্য খোলা হয়েছে এমন একটি ই-মেইল।

ই-মেইল প্রেরণ করা

- ইয়াহুতে যে কোন এ্যাড্রেসে ই-মেইল প্রেরণ করার জন্য Compose বাটনে ক্লিক করুন। প্রাপ্ত ইউন্ডোতে আপনার ম্যাসেজ লিখুন।
- যাকে ই-মেইল পাঠাতে চান তার এ্যাড্রেস To বক্সে লিখুন এবং ম্যাসেজের বিষয়বস্তু Subject বক্সে লিখে Send বাটনে ক্লিক করুন।

- একই ই-মেইল একাধিক জনতে পাঠানো জন্য মাঝে কমা দিয়ে সবার এ্যাড্রেস লিখুন। প্রয়োজনে Add CC বা Add BCC অপশনে ক্লিক করে প্রাপ্ত বক্সে একাধিক এ্যড্রেস লিখুন। তবে খোলা ই-মেইলের প্রেরকের ঠিকানায় ই-মেইল পাঠানো জন্য Reply বাটনে ক্লিক করে বাড়তি সুবিধা নিন। কারণ এক্ষেত্রে প্রাপকের ই-মেইল এ্যাড্রেস লিখতে হবে না।

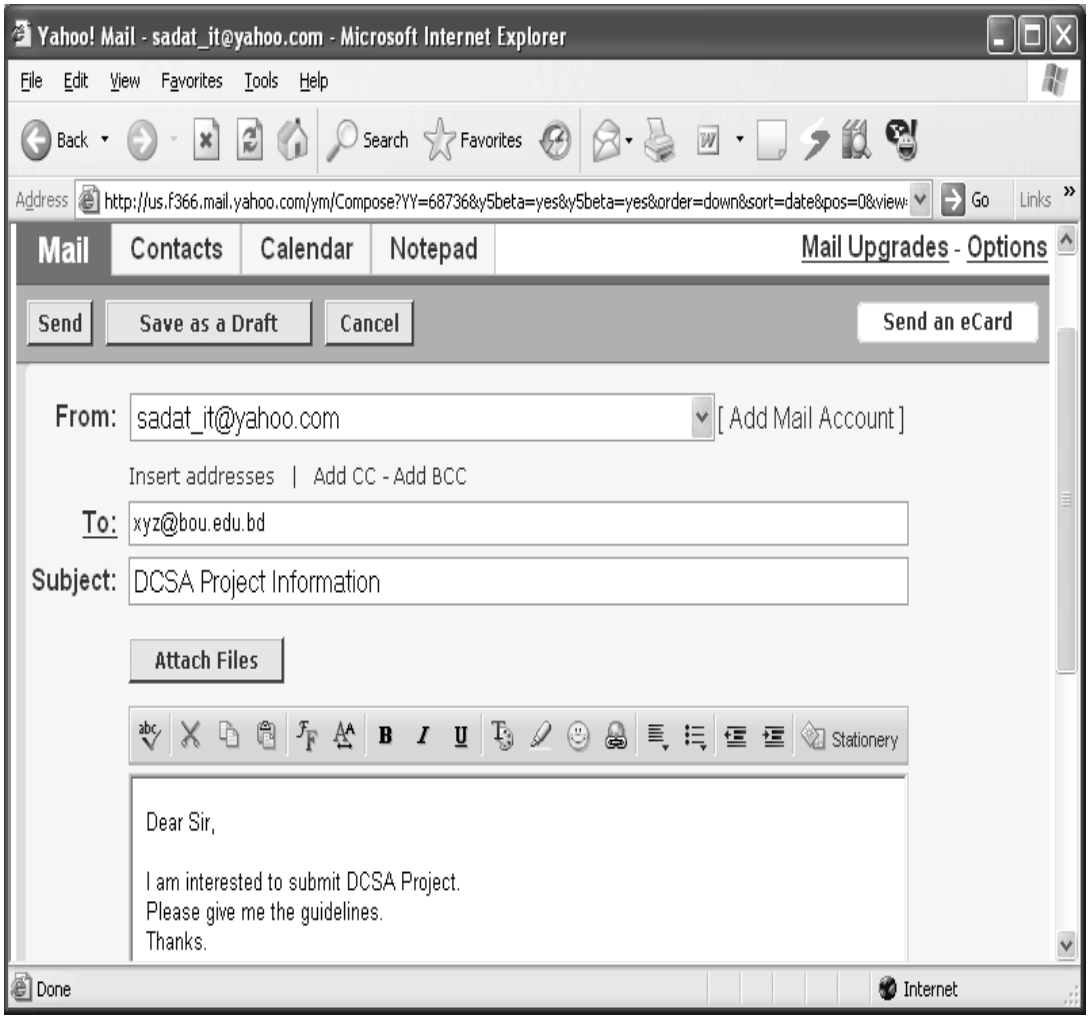

চিত্রঃ প্রেরণের জন্য লিখিত একটি ই-মেইল।

- কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে প্রাপকের সার্ভারে ই-মেইল চলে যাবে এবং আপনার পাঠানো ই-মেইল গেল কিনা তা পরবর্তী উইন্ডোতে প্রদর্শিতরূপে জানতে পারবেন।

চিত্রঃ ই-মেইল যে গেছে তা প্রামাণ্য উইন্ডো।

মূল্যায়নঃ

১। ই-মেইল প্রোগ্রাম বর্ণনা করুন।

২। ই-মেইল সাথে ফাইল সংযোগ বর্ণনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

২। ক) খোলা

খ) বন্ধ করা

ইউনিট ৫ **অধিবেশন ৪**

ই-মেইল-এ এ্যাড্রেস বুক ব্যবহার

ভূমিকা

শিক্ষার্থী ! ইন্টারনেটের মাধ্যমে সার্ভার কম্পিউটারে রক্ষিত প্রতিটি ওয়েব সাইটের একটি সতন্ত্র নাম বা এ্যাড্রেস থাকে যাকে ওয়েব এ্যাড্রেস বলা হয়। ইন্টারনেট তথা ওয়েবে ব্যবহারকারী যে কোন তথ্য যেমনঃ লেখা, অডিও, ভিডিও, স্থির ছবি, এনিমেশন সংরক্ষণ করতে পারেন। এছাড়া ওয়েব সাইট এ ফ্রি ই-মেইল একাউন্ট খোলা এবং ই-মেইল ব্যবহার করা যায়। ই-মেইল পাঠানোর জন্য প্রাপকের নাম বা পরিচিতিমূলক অন্য কোন শব্দ সম্বলিত ঠিকানাকে ই-মেইল এ্যাড্রেস বলা হয়। এড্রেস বকু এ তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। আমরা এখন এ বিষয়ে আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি -

- ই-মেইল-এ এ্যাড্রেস বুক এ তথ্য সংরক্ষণের বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ই-মেইলে প্রাপ্ত সংযুক্ত ফাইল খোলা ও সেভ করা শিখতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক : ই-মেইল-এ এ্যাড্রেস বুক এ তথ্য সংরক্ষণ

কোন ব্যাক্তির নিকট ই-মেইল পাঠানোর জন্য প্রাপকের ই-মেইল এ্যাড্রেস টাইপ করতে হয়। অনেক সময় একই মেইল একাধিক প্রাপকের নিকট পাঠাতে হয়। এক্ষেত্রে প্রত্যেকের জন্য আলাদা করে বারবার মেইল এ্যাড্রেস টাইপ করে পাঠানো সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এক্ষেত্রে

সকলের ই-মেইল এ্যাড্রেসসমূহ এ্যাড্রেস বুকে সেভ করে রাখা যায়। পরবর্তীতে এ এ্যাড্রেস বুক ব্যবহার করে দ্রুত ই-মেইল পাঠানো যায়। ফলে সকলের ই-মেইল এ্যাড্রেস মুখস্ত করে রাখার প্রয়োজন হয় না। এ্যাড্রেস বুকে যে কোন সময় নতুন এ্যাড্রেস সংযোজন করা যায় অথবা রক্ষিত তথ্যসমূহ যে কোন সময় সংশোধন বা বিয়োজন করা যায়।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন আমরা নিচের ছকটি পূরণ করি :

১. ই-মেইল পাঠানোর জন্য প্রাপকের কি টাইপ করতে হয়?	
২. ই-মেইল এ্যাড্রেসসমূহ এ্যাড্রেস বুকে সেভ করে রাখলে কি সুবিধা পাওয়া যায়?	
৩. এ্যাড্রেস বুকে কি নতুন এ্যাড্রেস সেভ করে রাখা যায়?	
৪. এ্যাড্রেস বুকে রক্ষিত তথ্যসমূহ কি সংশোধন বা বিয়োজন করা যায়?	

পর্ব-খঃ ই-মেইলে প্রাপ্ত সংযুক্ত ফাইল খোলা ও সেভ করা

ই-মেইলের সাথে প্রাপ্ত সংযুক্ত ফাইল খোলা ও সেভ করা

আগত ইমেইলের সাবজেক্টের পাশে 📎 চিহ্নিত আইকন থাকলে বুঝবেন যে ই-মেইলের সাথে সংযুক্তি আকারে কোন ডকুমেন্ট বা অন্য কোন ফাইল এসেছে। কোন্ ধরনের এবং কত সাইজের ফাইল এসেছে তা দেখার জন্য প্রথমে আগত ই-মেইলটি ওপেন করুন। এবার ই-মেইলের শেষের দিকে 📎 চিহ্নিত আইকন পাশে Scan and Save to Computer বাটনে মাউস পয়েন্টার দিয়ে ক্লিক করুণ। এরপর আগত ফাইলে নাম, ধরন ও সাইজ দেখতে পাবেন।

Download Attachment নামক লিংক অপশনে ক্লিক করে ফাইলটি ডাউনলোড করে আপনার কম্পিউটারে সেভ করে নিন। Save As এ ডায়ালগ উইন্ডো এলে সেখানে ফাইল সেভের লোকেশন নির্ধারণ করে Save বাটনে ক্লিক করে সেভ করুন। আর সেভ করার আগে ফাইলটি পড়ে দেখতে চাইলে Preview বাটনে ক্লিক করে ফাইল লিখিত তথ্যাদি দেখে নিন। এবার প্রয়োজন মনে করলে আগের নিয়মে সেভ করে নিন।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন নিচের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করি।

সংযুক্ত ফাইল খুলতে কোথায় ক্লিক করতে হয় ?

ইউনিট ৫ **অধিবেশন ৪**

মূল শিখনীয় বিষয়

ই-মেইল-এ এ্যাড্রেস বুক ব্যবহার

এ্যাড্রেস বুক এর ব্যবহার

কোন ব্যাক্তির নিকট মেইল পাঠানোর জন্য এ্যাড্রেস বক্সে তার ই-মেইল এ্যাড্রেস টাইপ করতে হয়। অনেক সময় একই মেইল অনেকের নিকট পাঠাতে হয়। এক্ষেত্রে প্রত্যেকের জন্য আলাদা করে বারবার মেইল এ্যাড্রেস টাইপ করে পাঠানো সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। যেমন– মনে করুন, কয়েকজনের প্রশিক্ষণার্থীর একটি টিম আপনার সাথে একটি কাজ করছেন। এখন টিমের সবার কাছে একই মেইল পাঠাতে হবে। এক্ষেত্রে পুরো টিমের সবার ই-মেইল এ্যাড্রেস ইয়াহুর এ্যাড্রেস বুকে সেভ করে রাখুন। পরবর্তীতে এ এ্যাড্রেস বুক থেকে দ্রুত সবার নিকট মেইল পাঠাতে পারবেন। এরূপ সুবিধা পাওয়ার জন্য নিচে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করুন।

- সেন্ড করা ইমেইলের প্রামাণ্য উইন্ডোর Add to Address Book বাটনে ক্লিক করুন। নিম্নরূপ একটি উইন্ডোতে আপনার ব্যবহৃত এ্যাড্রেসগুলো এ্যাড্রেসবুকে সেভ করার সুযোগ পাবেন।

- এবার Name বক্সে সংশ্লিষ্ট এ্যাড্রেসধারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম লিখে Add to Address Book বাটনে ক্লিক করুন। এ্যাড্রেসগুলো আপনার একাউন্টের এ্যাড্রেসবুকে সেভ হবে যেগুলো আপনি পরবর্তী সময়ে ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন।

- এছাড়াও ই-মেইল উইন্ডোর উপরের দিকে অবস্থিত Address অপশনে ক্লিক করেও যে কোন সময় নতুন এ্যাড্রেস সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারবেন।

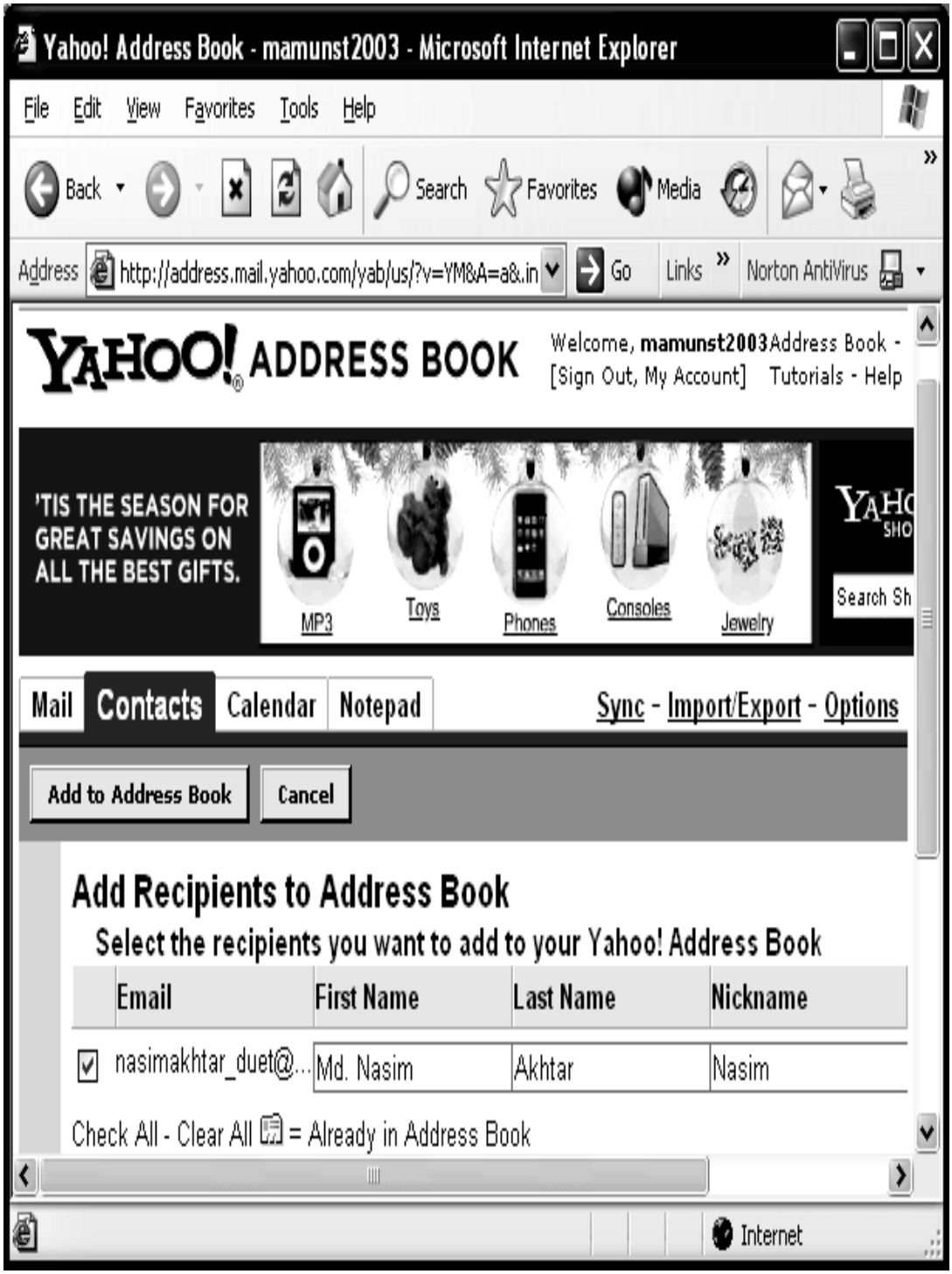

চিত্রঃ এ্যাড্রেস বুকে এ্যাড্রেস সেভ করার পদ্ধতি।

ই-মেইলের সাথে প্রাপ্ত সংযুক্ত ফাইল খোলা ও সেভ করা

আগত ই-মইলের সাবজেক্টের পাশে 📎 চিহ্নিত আইকন থাকলে বুঝবেন যে ই-মেইলের সাথে সংযুক্তি আকারে কোন ডকুমেন্ট বা অন্য কোন ফাইল এসেছে। কোন্ ধরনের এবং কত সাইজের ফাইল এসেছে তা দেখার জন্য প্রথমে আগত ই-মেইলটি ওপেন করুন। এবার ই-মেইলের শেষের দিকে 📎 চিহ্নিত আইকন পাশে Scan and Save to Computer বাটনে মাউস পয়েন্টার দিয়ে ক্লিক করুন। এরপর আগত ফাইলে নাম, ধরন ও সাইজ দেখতে পাবেন। Download Attachment নামক লিংক অপশনে ক্লিক করে ফাইলটি ডাউনলোড করে আপনার কম্পিউটারে সেভ করে নিন। Save As এ ডায়ালগ উইন্ডো এলে সেখানে ফাইল সেভের লোকেশন নির্ধারণ করে Save বাটনে ক্লিক করে সেভ করুন। আর সেভ করার আগে ফাইলটি পড়ে দেখতে চাইলে Preview বাটনে ক্লিক করে ফাইল লিখিত তথ্যাদি দেখে নিন। এবার প্রয়োজন মনে করলে আগের নিয়মে সেভ করে নিন।

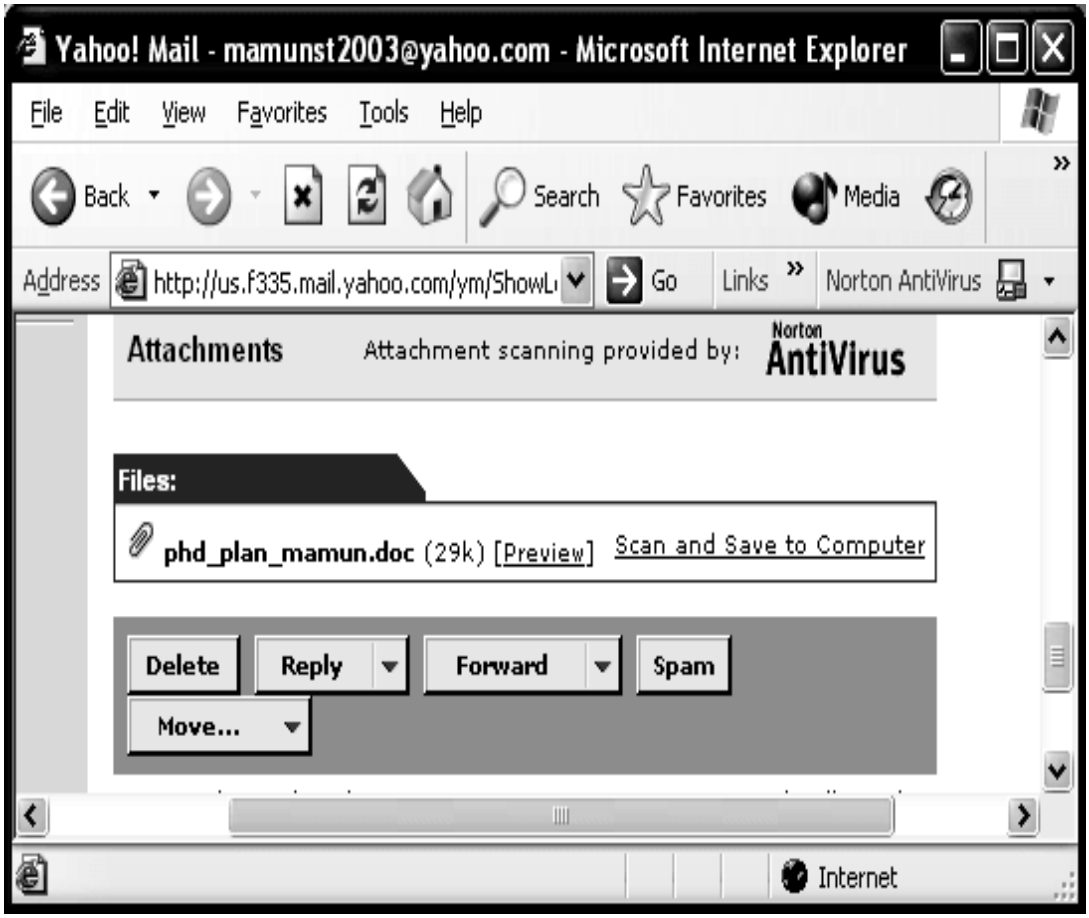

চিত্রঃ ই-মেইলের সাথে আগত ফাইল ডাউনলোড করার পদ্ধতির ১ম অবস্থা।

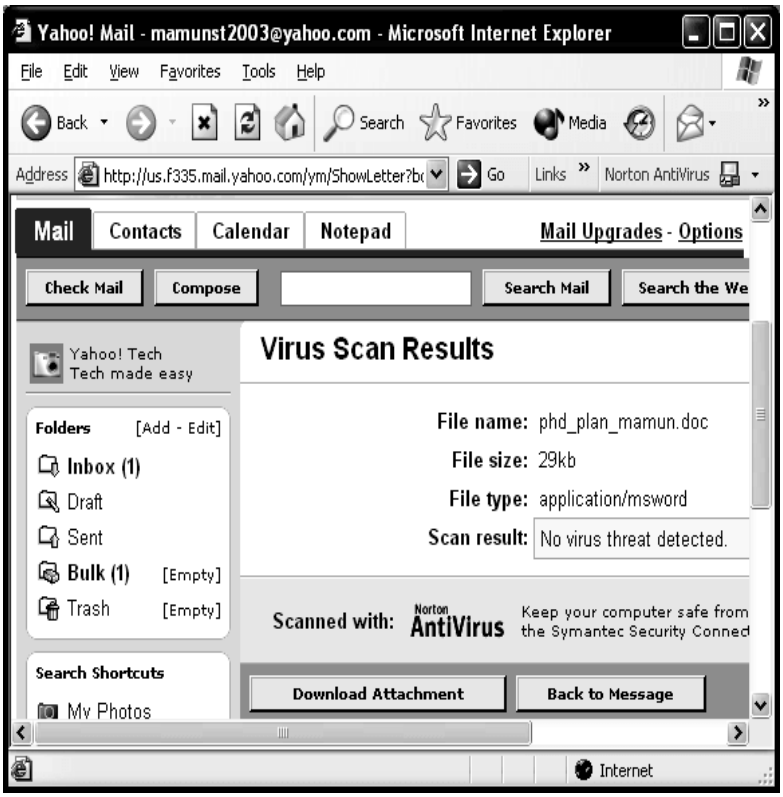

চিত্রঃ ই-মেইলের সাথে আগত ফাইল ডাউনলোড করার পদ্ধতির ২য় অবস্থা।

মূল্যায়নঃ

১. ই-মেইল-এ এ্যাড্রেস বুক এর ব্যবহারের কয়েকটি সুবিধা লিপিবদ্ধ করুন।

২. ই-মেইল প্রাপ্ত সংযুক্ত ফাইল খোলা ও সেভ করার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক

১. ই-মেইল এ্যাড্রেস

২. দ্রুত ই-মেইল পাঠানো যায়

৩. হ্যাঁ

৪. হ্যাঁ

পর্ব-খ

Download Attachment